মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
www.dhakaeducationboard.gov.bd

পত্র নং ঢাবো/পনি/২৪২

তারিখ: ২৪.০১.২০১৯ খ্রি:

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

eTIF পূরণের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ ও দিক নির্দেশনা

১। প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কর্মরত শিক্ষকদের ই টি আই এফ পূরণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অনুরোধ করা হল।

২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে (ই টি আই এফ) এ প্রধান পরীক্ষক হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার না হওয়া সত্ত্বেও ডাটায় মাস্টার ট্রেইনার এর কলাম এন্ট্রি করেন, যা গর্হিত অপরাধ। সুতরাং যারা প্রকৃত পক্ষে মাস্টার ট্রেইনার নয় তাঁরা অনতিবিলম্বে (ইটিআইএফ) এর ডাটা থেকে মাস্টার ট্রেইনার কলাম সংশোধন করুন, নতুবা এরূপ প্রতারণামূলক তথ্যের জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান সত্যায়নকারীর দায়ে তিনিও এ দায় এড়াতে পারবেন না। কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিটি শিক্ষকের তথ্য অনুমোদনকারী।

৩। আরো দেখা যাচ্ছে অনেক শিক্ষক তাঁদের ব্যক্তিগত রেজাল্ট তথা এস এস সি, এইচ এস সি, বি এ, বি এস সি, অনার্স, মাস্টার্স, বি এড, এম এড, পি এইচ ডি ইত্যাদি পরীক্ষার প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি উল্লেখ না করে ফাকা রাখেন, অথচ প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রেজাল্টের সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট রয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে উক্ত কলামে স্ব স্ব বিভাগ/ শ্রেণি এন্ট্রি করুন।

৪। **First Joining** এর ক্ষেত্রে অনেকে তাঁর বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকতার প্রকৃত অভিজ্ঞতার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না । উদাহরণ -একজন শিক্ষক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ বছর কর্মরত ছিলেন পরবর্তীতে অন্য প্রতিষ্ঠানে ০৫ বছর কর্মরত আছেন তাহলে তাঁর সার্ভিস ১৫ বছর হবার কথা। এ ক্ষেত্রে বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে ডাটা এন্ট্রি দিয়ে থাকলে, অভিজ্ঞতা ০৫ বছর বিবেচনায় আসছে। সুতরাং তার **First Joining** হবে ১ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, কেননা প্রতি বছর সার্ভিসের জন্য আলাদা পয়েন্ট রয়েছে।

৫। শিক্ষকদের ডাটাপূরণের সময় অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের (১৩ডিজিটের)হিসাব নম্বর প্রদান করতে হবে।

৬। খন্ডকালীন, অনিয়মিত এবং অক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ শিক্ষকের তথ্য (ইটিআইএফ) এ পূরণ করা যাবে না।

৭। যে শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করেন শুধুমাত্র সে বিষয়েই **Select** করতে পারবেন অন্যথায় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮। কলেজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বিষয়ে অনার্স/মাষ্টার্স করেছেন সে বিষয়েই **Select** করতে হবে।

৯। শিক্ষকদের সকল সনদ, নিয়োগপত্র ইত্যাদি তথ্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে বোর্ড সেগুলো তদন্ত করবে।

১০। কোন তথ্য গোপন বা অসত্য তথ্য সংযোজন করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

24.01.19

প্রফেসর তর্পন কুমার সরকার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা
ফোন -০২-৯৬৬৯৮১৫

প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ
এ বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান